জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ই-মেইলঃ nhrc.bd@gmail.com

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/প্রেস:বিজ্ঞ:/ -২৩৯/১৩- ৯৪ তারিখঃ ১৫ জুন ২০২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

আজ সকাল ১১.৩০ টায় অনলাইনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত থিমেটিক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমিশনের চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম, এনডিসি। সভায় অংশগ্রহণ করেন কমিশনের মাননীয় সার্বক্ষণিক সদস্য ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, অবৈতনিক সদস্য জনাব চিংকিউ রোয়াজা, জেসমিন আরা বেগম, জনাব মিজানুর রহমান খান, ড. নমিতা হালদার, এনডিসি, প্রফেসর ড. মেজবাহ কামাল, নির্বাহী প্রধান, রিসার্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট কালেকটিভ (আরডিসি), জনাব সঞ্জিব দ্রং, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জনাব খালিদ হোসেন, নির্বাহী প্রধান, কাউন্সিল অব মাইনোরিটিস, জনাব রবীন্দ্রনাথ সরেন, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, জনাব শঙ্কর পাল, প্রতিনিধি, ইউএনডিপি।

কমিটির সভাপতি ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান নাছিমা বেগম এনডিসি সভার শুরুতে কোভিড-১৯ বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় বলে উল্লেখ করে এই মহামারিতে মৃত্যুবরণকারী সকল ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সভায় বর্তমানে করোনার চরম সংকটকাল চলছে বিধায় জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কর্মহীন জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে কমিটি গুরুত্বারোপ করে সরকারের নিকট নিম্নলিখিত সুপারিশসহ পত্র প্রেরণের প্রস্তাব করেন-

১. পার্বত্য অঞ্চলের জুম চাষি, দলিত, হরিজন, গারো নারী বিশেষ করে যারা বিউটি পার্লারের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, হিজড়া, উর্দুভাষী, জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসরত হত-দরিদ্র মানুষ ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর অনেকের নাম খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাই মর্মে উল্লেখ করেন কমিটির সদস্যগণ। যাদের নামে কোনো কার্ড নেই- এমন দরিদ্র ও নিম্ন বিত্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে সরকার নির্ধারিত কার্ডের মাধ্যমে ১০ টাকা কেজি চাল দেওয়ার জন্য কমিটি সুপারিশ করে। আগামী তিন দিনের মধ্যে কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ তাদের তালিকা তৈরি করে কমিশনে দাখিল করবেন এবং কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।

২. যারা প্রান্তিক মানুষের তালিকা প্রণয়নে অসততা বা গাফিলতি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা।

৩. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন; দলিত, হরিজন, হিজড়া, উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী যাদের একটি কক্ষে ১০/১২ জনের বসবাস এবং অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়, তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশি থাকায় তাদের আবাসের আশে-পাশে সুবিধাজনক স্থানে কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষার জন্য বিশেষ বুথের ব্যাবস্থা করা।

৪. গণস্বাস্থের কীটের কার্যকারিতার ফলাফল জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশ করার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ করা।

৫. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে তাদের জন্য পর্যাপ্ত গ্লাভস, মাস্ক, গামবুট সরবরাহ করা এবং এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য তদারকি জোরদার করা। পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা সংক্রমিত হলে গোটা শহরের পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে মর্মে মনে করে কমিশন।

ধন্যবাদান্তে,

ফারহানা সাঈদ
জনসংযোগ কর্মকর্তা
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ